International Women's Day

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১০

নারী-পুরুষের সম সুযোগ, সম অধিকার
দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার

Equal Rights, Equal Opportunities: Progress for All

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

CIDA সাহায্যপুষ্ট পলিসি লিডারশিপ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি (প্লাজ-II) প্রজেক্টের সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

২৪ ফাল্গুন ১৪১৬
০৮ মার্চ ২০১০

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ২০১০ ও নারী দিবসের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

সভ্যতার সৃষ্টিলগ্ন থেকে নারী সমাজ সকল অগ্রগতি ও উন্নয়নের সমান অংশীদার হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিশ্বায়নের এইযুগে নারী সমাজকে বাদ দিয়ে একুশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা অসম্ভব। প্রেক্ষিতে নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'নারী পুরুষের সম সুযোগ ও সম অধিকার, দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অংগীকার'– সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার সংরক্ষণ করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব। আমি জেনেছি, বর্তমান সরকারও নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি সমাজের সকল স্তরের জনগণকে নারী অধিকার রক্ষায় একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১০ এর সাফল্য কামনা করি।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৪ ফাল্গুন ১৪১৬
০৮ মার্চ ২০১০

'৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস' নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সৃষ্টিকারী গৌরবগাঁথা এক মহান অর্জন। পুরুষের সাথে সমাজের সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে দৃপ্ত পদে এগিয়ে যাওয়া শতাব্দীর নারী আন্দোলনের মাঝে নিহিত রয়েছে এর গৌরব। বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে দ্রুত শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রসারের প্রেক্ষাপটে কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য প্রদান সহ বিভিন্ন অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। সর্বপ্রথম ১৮৫৭ সালে নারী শ্রমিকদের এই জাগরণ ঘটে। ১৯১০ সালে কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে ক্লারা যেটকিন (Clara Zetkin) "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বব্যাপী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস রূপে পালন করা হয়। এই দিবসটি উদ্‌যাপন ক্ষমতা, সমঅধিকার, ন্যায়বিচার, শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শতবর্ষের নারী আন্দোলনের সার্থকতারই প্রতিফলন।

কালের প্রবাহে সমাজের প্রথা ও সংস্কারের বেড়াজাল বিদীর্ণ করে নারী আজ অগ্রগামী। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার বহু বাধা অতিক্রম করে, নানা প্রতিকূলতার সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে, বহু অর্জনের স্বাক্ষর বহন করে, অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবিচলভাবে রত রয়েছে নারী। সার্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় নারী বহুক্ষেত্রে এখনো নির্যাতিত ও বৈষম্যের শিকার।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ও উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নারী উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য আর তাই বর্তমান সরকার নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে –

"নারী-পুরুষের সম সুযোগ সম অধিকার
দিনবদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার"

এই লক্ষ্য অর্জনে ও ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এম.পি

নারী পুরুষের সম সুযোগ সম অধিকার
দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার

রওশন আরা বেগম, মহাপরিচালক (অতিঃ সচিব), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিবসটির পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকদের অবদান। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউ ইয়র্কের একটি কারখানার নারী শ্রমিকেরা অকথ্য নির্যাতন-নিপীড়ন, মজুরী বৈষম্য দূরীকরণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি সহ ১২ ঘন্টা শ্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। আর কারখানার মালিক পক্ষের স্বার্থে অনেক নিবেদিত প্রাণ কর্মী প্রান হারিয়েছিলেন। তার পর থেকেই নারী নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা, সমালোচনা, আন্দোলন চলতে থাকে এবং তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১৯০৭ সালে নারী নেতা ক্লারা জেটকিন জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে শ্রমজীবি নারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দাবীতে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯১০ সালে ডেনমার্কে নারীদের দ্বিতীয় সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ দিবসটির স্বীকৃতি দেয়। এরপর থেকে সমগ্র বিশ্বে এ দিবসটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন হয়ে আসছে। আর বর্তমান বছর অর্থাৎ ২০১০ সাল আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শত বছর পূর্ণ হয়েছে।

নারী শ্রমিকদের আন্দোলন এবং জীবন দেয়ার এ ঘটনা অতঃপর কেবলমাত্র নারী দিবস পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি সারা বিশ্বজুড়ে নারীর অধিকার আদায়ে স্বোচ্চার হওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে পরিনত হয়। বিশ্বজুড়ে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আসে জেন্ডার ইস্যু। জেন্ডার ইস্যু একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু যা বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সর্বত্রই নারীর অধিকার আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে জেন্ডার ইস্যু ১৯৫৫ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত নারীর জীবনের বাস্তব সমস্যাদি দূরীকরণে সচেষ্টা হয় বিভিন্ন Approach যেমন Welfare approach, Anti-poverty approach, Efficiency approach সমূহের মাধ্যমে। পর্যায়ক্রমে আরও দু'টি Approach যেমন Equity approach এবং Empowerment approach এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন তথা নারীকে পুরুষের মত ক্ষমতাধর করার Approach সমূহ কার্যকর হয়। এর পর Women in Development (WID) এবং Gender and Development (GAD) নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

অতঃপর Gender Equality এবং Gender Equity বিষয়গুলো নারী পুরুষের সমতা এবং ন্যায় ভিত্তিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ডাক দেয়। সর্বশেষে Gender Mainstreaming Approach টি উন্নয়নের মূলস্রোতধারার নারীকে পুরুষের সমান স্থলে সম্পৃক্ত করার ইস্যু নিয়ে কাজ শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে Gender ইস্যুর approach সমূহের মাধ্যমে নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেও পুরুষরা তাদের নিজস্ব অবস্থানে এবং চিন্তা চেতনায় থেকেই যায়। ফলে নারীর অবস্থার উন্নতি সাধন হলেও সে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছিলনা। তাতে চিন্তা করা হয় যে আসলে নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এসব বিষয়ে পুরুষের অংশ গ্রহণ আবশ্যক। এই লক্ষ্যেই গত বছর নারী দিবসের স্লোগান ছিল- Women and men united to end violence against women and girls child অর্থাৎ কন্যা ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই নারী পুরুষ এক সাথে। কারণ এ নারীরাই তো পুরুষেরও মা, বোন ও স্ত্রী। তাই পুরুষেরা রুখে দাড়ালেই নারীর মুক্তির পথ হয় পরিস্কার। বর্তমান বছরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হলো "Equal rights, equal opportunity: Progress for all. আন্তর্জাতিক এই প্রতিপাদ্য বিষয়টির সাথে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের উন্নয়নের অংগীকারের সামঞ্জস্য রেখেই প্রতিপাদ্য বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য স্থির হয়েছে এভাবে "নারী পুরুষের সম সুযোগ সম অধিকার দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার"। এটি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিন বদলের অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার নারী বান্ধব সরকার। যা- ইতোমধ্যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই অনুভব করতে শুরু করেছে। কারণ বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুসমূহের সাথে বাংলাদেশের অবস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে নারী মুক্তির লক্ষ্যে বিদ্যমান সকল কার্যক্রমকে এগিয়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশে সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের আওতায় নারীকে উন্নয়নকে মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়সমূহের ম্যান্ডেট স্থির হয়েছে এবং জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত নারী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী পর্যালোচনাসহ পরামর্শ প্রদানের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় রয়েছে সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি। উন্নয়ন নীতিমালা পরিকল্পনা ও কার্যক্রম জেন্ডার ইস্যুযুক্ত করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়ে রয়েছে যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের উইড ফোকাল পয়েন্ট। উইড ফোকাল পয়েন্টস মেকানিজম শক্তিশালী করতে ১৪টি লাইন মন্ত্রণালয়ের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ম্যাট্রিক্স রয়েছে। জেলা/উপজেলা উইড সমন্বয় কমিটি ও প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম পরীবিক্ষণের জন্য মনিটরিং মেকানিজম ফরম্যাট রয়েছে। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন এবং ২০০৫ সালে বেইজিং এ ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (পি এফ এ) এর আলোকে মন্ত্রণালয়ের এ্যালোকেশন অব বিজনেজ সংশোধিত হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২১ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদ (বামকপ) নামীয় একটি কমিটি রয়েছে। আরও রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৫০ জন সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)। যার মাধ্যমে নারীদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে এবং নারী উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্পৃক্ত হয়ে যাবতীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

নারী উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের জন্য সকল জেলা ও উপজেলায় উইড- কো অর্ডিনেশন কমিটি রয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৬৪টি জেলা এবং জেলা সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমূহের মাধ্যমে ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে নারী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গ্রাম বাংলা পর্যায়ে হত দরিদ্র নারীদের সামাজিক সুরক্ষ (Social Safety net) কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সেগুলো হচ্ছে- বিধবা ভাতা, মাতৃত্ব ভাতা এবং ভিজিডি কার্যক্রম। এছাড়া গ্রাম বাংলায় নারীদের সৃষ্ট সমিতি সমূহকে অনুদান প্রদান এবং ঋণ প্রদানের সুযোগ দিয়ে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানেরও সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এগুলোর মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে যাতে উপকারভোগীদের হাতে এ অর্থ অবশ্যই পৌছে যায় এবং প্রদত্ত অর্থের মাধ্যমে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই উপকারভোগীর সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণ বর্তমান অর্থ বছরে বাড়ানো হয়েছে। যেমন বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতার ক্ষেত্রে ৯.০০ লক্ষ উপকারভোগী এবং ২৭০.০০ কোটি অর্থ যার মাসিক হার ছিল ২৫০ টাকা, তা' থেকে বৃদ্ধি করে বর্তমান অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ২০ হাজার এবং অর্থ বরাদ্দ ৩৩১.২০ (তিনশত একত্রিশ কোটি বিশ লক্ষ মাত্র) টাকা করা হয়েছে। প্রতি মাসে উপকারভোগীদের ৩০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

একই ভাবে মাতৃত্ব ভাতার ক্ষেত্রেও ৬০,০০০ (ষাট হাজার) জন উপকারভোগী এবং ২১.৬০ কোটি বাজেট যার মাসিক হার ছিল ৩০০/- টাকা তা বৃদ্ধি করে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৮০ হাজারে এবং ৩৩.৬০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। মাসিক ভাতার হার ৩৫০/- টাকায় বাড়ানো হয়েছে।

ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯-২০১০ চক্রের ৭,৫০,০০০/-জন। উপকারভোগীর মধ্যে খাদ্যশষ্য বিতরণ হচ্ছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলার আওতাধীন ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচী যেমন সেলাই মেশিন ক্রয়, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্রব্যবসা, মৎসচাষ, নার্সারী ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া দেশ ব্যাপী নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ৬টি বিভাগীয় শহরে রয়েছে ৬টি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল। এসব সেলে নির্যাতিত অসহায় নারীদের শারীরিক, মানসিক চিকিৎসা সেবা এবং আইনী সহায়তাও থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জেলা নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কমিটি এবং উপজেলা কমিটির স্থানীয় পর্যায়ে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে আইনের বাস্তব প্রয়োগ সহ যাবতীয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে।

যৌতুকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

কর্মজীবি মায়েদের কাজের সুবিধার্থে ঢাকা শহরে ১৩টি এবং ৫টি বিভাগীয় শহরে ৫টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে। পর্যায়ক্রমে আর ঢাকা শহরে সহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরে এবং জেলা পর্যায়ে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। এছাড়া কর্মজীবি মহিলাদের থাকার সুবিধার্থে ঢাকা শহরে রয়েছে ৩টি কর্মজীবি মহিলাদের জন্য হোস্টেল, এছাড়া রাজশাহী, খুলনা, যশোর ও চট্টগ্রামে ১টি করে কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল রয়েছে। বর্তমানে সিলেট ও বরিশাল বিভাগেও কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল নির্মাণের প্রকল্প নেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়েও হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইতোমধ্যে অধিদপ্তরে ICT Cell স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের জন্য একটি E-mail address করা হয়েছে এবং Website করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৯০টি কম্পিউটার ক্রয়ের অনুমতি সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া গিয়েছে। কম্পিউটারগুলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়ে গেলে জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা সহজ হবে ফলে সুবিধা-অসুবিধা দ্রুত নিস্পত্তির সহায়ক হবে।

ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০। যা পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীকে রক্ষার সহায়ক হবে।

বাংলাদেশে নারী মুক্তি, নারী উন্নয়ন, বৈষম্য দূরীকরণ, দরিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা যেমন- মহিলা পরিষদ, মহিলা সমিতি, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নারীপক্ষ, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি সহ আরও অনেক সংস্থা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নারীর অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত ও বেগবান করার জন্য জিও, এনজিওর কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন ও সরকারের লক্ষ্য এবং সে আঙ্গিকে কাজও শুরু হয়েছে। শুধু জিও, এনজিও নয় এ লক্ষ্যে পুরুষকে সম অংশীদার করা সরকারের লক্ষ্য। কারণ এটি নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং উন্নয়নের মুলস্রোতে নারী পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করার সহায়ক হবে এবং তবেই সম্ভব হবে সত্যিকারের নারী মুক্তি। তাইতো এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বাংলাদেশের প্রতিপাদ্য হচ্ছে-

নারী পুরুষের সম সুযোগ, সম অধিকার
দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গিকার।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৪ ফাল্গুন ১৪১৬
০৮ মার্চ ২০১০

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আর্ন্তজাতিক নারী দিবস-এর শতবর্ষ পূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নারী জাগরণের অগ্রদূতদের, যাঁদের আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার ফলে নারীর সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আজ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে।

আমাদের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী বর্তমান সরকার নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য: 'নারী-পুরুষের সম সুযোগ, সম অধিকার দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার' অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

নারীর ক্ষমতায়ন, সমসুযোগ, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও অশিক্ষামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নারী-পুরুষ সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য আমি আজ আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১০ এবং দিবসটির শতবর্ষপূর্তির সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

ভারপ্রাপ্ত সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৪ ফাল্গুন ১৪১৬
০৮ মার্চ ২০১০

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষপূর্তি। জাতিসংঘ ঘোষিত এ দিবসটি শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হচ্ছে। নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ সংগ্রামে আন্তর্জাতিক নারী দিবস একটি তাৎপর্যপূর্ন দিন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে নারী পুরুষের সমান অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। টেকসই ও স্থিতিশীল উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ সমান অপরিহার্য। তাই রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সকল পর্যায়ে নারী পুরুষের সমতার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করতে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতিকে যুগোপযোগী করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। সমাজের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে নারীকে অত্মনির্ভরশীল, মর্যাদাবান ও গর্বিত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমাদেরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করবে। আসুন সবাই মিলে "নারী-পুরুষের সম সুযোগ, সম অধিকার- দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার" আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এ প্রতিপাদ্যকে সফল করে তুলি।

আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সাফল্য কামনা করছি।

রাজিয়া বেগম এনডিসি